কালের কণ্ঠ

20 OCT 2013

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ

শর্ত পূরণ ছাড়াই অনুমোদন পেলেন স্বাচিপ নেতারা

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▶

শর্ত না মানলেও চট্টগ্রামে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ নামের এ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা সরকার সমর্থক কয়েকজন চিকিৎসক, যাঁরা আওয়ামীপন্থী স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) ও চিকিৎসকদের পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) নেতা। গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কলেজের অনুমোদন দেয়। চলতি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ৫০ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করার প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার জন্য নগরের ও আর নিজাম রোডের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল সেন্টার নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালকে পোর্ট সিটি মেডিক্যাল কলেজের ▶▶ পৃষ্ঠা ১১ ক. ৬

শর্ত পূরণ ছাড়াই অনুমোদন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নিজস্ব হাসপাতাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। জিইসির মোড় এলাকার ওই হাসপাতাল থেকে ১০০ গজ দূরে আরেকটি ডিসতলা ভবন ভাড়া নিয়ে কলেজের একাডেমিক ভবন দেখানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রমের উপযোগী করা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, ভবনটি শিক্ষা কার্যক্রমের উপযোগী করতে সংস্কারকাজ চলছে।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালায় অবকাঠামোগত শর্তাবলির অনাত্যম হচ্ছে, সর্বনিম্ন ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য মহানগর এলাকায় কমপক্ষে কলেজের নামে দুই একর জমি অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবনের জন্য এক লাখ বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য এক লাখ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। শর্তাবলির মধ্যে আরো রয়েছে, ৫০ আসনের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কমপক্ষে দুই বছর আগে থেকে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ ন্যূনতম ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল (৭০ শতাংশ বেড অকুপেন্সিসহ) চালু থাকতে হবে, যাতে পরে সেটা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ হাসপাতালে রূপান্তর করা যায়। হাসপাতালে দরিদ্র মানুষের জন্য বিনা খরচে অন্তত ১০ শতাংশ শয্যা সংরক্ষণসহ চিকিৎসাব্যবস্থা থাকতে হবে। হাসপাতালে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সার্বক্ষণিক জরুরি চিকিৎসা কার্যক্রম থাকতে হবে। এ ছাড়া একই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ কলেজ, একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল ভবন আলাদা থাকতে হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৮২ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বেসরকারি হাসপাতাল হিসেবে নিবন্ধন পায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল সেন্টার (প্রা.)। এ হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৯৬। হাসপাতালটির লাইসেন্স নম্বর ৫১। এ হাসপাতালের নাম পরিবর্তন না করে এটিকে সম্প্রতি পোর্ট সিটি মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ১০ তলাবিশিষ্ট এ হাসপাতালে এখনো মেডিক্যাল সেন্টারের নাম রয়েছে। এ ছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর অনুমোদন লাভের পর হাসপাতালের বিভিন্ন ফ্লোরে পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের স্টিকার লাগানো হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজ পরিচালনা পর্ষদের বেশ কয়েকজন সদস্য বলেন, কলেজের নামে ইতিমধ্যে নগরের বহদ্দারহাটে দুই একরের বেশি জমি কেনা হয়েছে। সেখানে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মেডিক্যাল সেন্টার ও পাশের একটি ভবনে একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, শুধু পোর্ট সিটি নয়, চট্টগ্রামে বেসরকারি পর্যায়ে যেসব মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এমন কয়েকটি বেসরকারি ক্লিনিককে হাসপাতাল হিসেবে দেখিয়ে সরকারি অনুমোদন নিয়েছে।

জানা গেছে, মেডিক্যাল সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পোর্ট সিটি মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান। ১৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদে আছেন বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ডা. মুজিবুল হক খান, ডা. আরিফুল আমীন, ডা. খুলতান, ডা. রায়হান, ডা. রবিসহ আওয়ামী লীগ সমর্থক বিএমএ ও স্বাচিপের ১৪ জন নেতা। তাঁদের মধ্যে ডা. আরিফুল আমীন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমীনের ছোট ভাই। এ কারণে প্রভাব খাটিয়ে ওই মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে বলেও গুঞ্জন রয়েছে। তবে এ বিষয়ে ডা. আরিফুল আমীন কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

পরিচালনা পর্ষদের পাঁচজন বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। অন্য ১০ জন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকায় তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম সরকারি কাগজপত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে তাঁদের নাম রয়েছে। নাম প্রকাশ না করে উদ্যোক্তাদের অনেকেই কলের কণ্ঠের কাছে বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

জানা যায়, বর্তমান সরকারের আমলে সম্প্রতি চট্টগ্রামে পোর্ট সিটি নামে বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়। একই নাম হওয়ায় পোর্ট সিটি মেডিক্যাল কলেজ নামে অনুমোদনের ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয় মন্ত্রণালয়ে। এ কারণে নাম বদলে মেরিন সিটি মেডিক্যাল কলেজ নামকরণ করার প্রক্রিয়া চলছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

শর্ত পূরণ না করার ব্যাপারে জানতে চাইলে কলেজটির চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কলের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রথম দিকে পোর্ট সিটি মেডিক্যাল কলেজ নামে অনুমোদন পেয়েছিলাম। নাম নিয়ে আপত্তি ওঠায় এখন সেটা পরিবর্তন করে মেরিন সিটি মেডিক্যাল কলেজ করার প্রক্রিয়া চলছে। মেডিক্যাল সেন্টারের নাম এখনো পরিবর্তন হয়নি। মেডিক্যাল কলেজ করতে প্রথম দু-তিন বছর হাসপাতাল লাগে না বলে তিনি দাবি করেন।

নিজস্ব একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল ছাড়াই পোর্ট সিটির অনুমোদন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন বলেন, বিষয়টি তদন্ত করার জন্য একটি টিম পাঠানো হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন আসলে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারব। পোর্ট সিটি বা মেরিন সিটি মেডিক্যাল কলেজ নামে এখনো কিছু হয়নি।

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি ডা. শেখ শফিউল আলম বলেন, 'অনেছি, বিএমএ-স্বাচিপের নাম ব্যবহার করে কয়েকজন পোর্ট সিটি মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন পেয়েছেন।'